মজলিসে ইলমি , মারকাজে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআত সারগুদাহ, পাকিস্তান

ইসলামি আকিদা

তত্ত্বাবধায়ন ও সম্পাদনা : মুহাম্মাদ ইলিয়াস ঘুম্মান হাফি.
অনুবাদ : মুফতি শরিফুল ইসলাম নাঈম

মুখবন্ধ

ইসলামি শরিয়তে আকিদা একটি মৌলিক বিষয়। আকিদা পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ হলেই কেবল আমল কবুল হয়। আকিদায় কোনো ভেজাল থাকলে কোনো আমলই গ্রহণযোগ্য হয় না আল্লাহর দরবারে। তাই সফলতা অর্জন করতে হলে বিশুদ্ধ আকিদা পোষণ করা জরুরি। আকিদার এমন গুরুত্বের প্রতি লক্ষ রেখে আকিদা বিষয়ক বিভিন্ন কিতাবাদি লিখে গিয়েছেন উম্মতের বড় বড় আলেমগণ। সেসব কিতাবের কিছু একেবারেই সংক্ষিপ্ত, শুধু আকিদা বর্ণনা করা হয়েছে যেগুলোতে; আবার অনেক কিতাবে আকিদার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে সংশ্লিষ্ট প্রমাণাদিও। যেন বুঝেশুনেই আকিদা-বিশ্বাসে দৃঢ় থাকা যায়।

জেনে রাখা জরুরি—আকিদার ওপর যারাই কিতাব লিখেছেন, নিজেদের লেখায় তারা সবাই নিজ যুগের ইলমি ও আকিদাগত ছাপ রেখেছেন। যে যুগে 'একত্ববাদ'-এর আকিদায় ভ্রান্ত ধারণার অনুপ্রবেশ বেশি ঘটেছে, সে যুগের আলেমগণ নিজেদের লেখায় সেই আকিদাই সাব্যস্ত করেছেন বিভিন্ন দিক থেকে। নিজেদের যোগ্যতা অনুপাতে সংশ্লিষ্ট শিরোনামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সামনে আনার চেষ্টা করেছেন তারা। খলকে কুরআন (কুরআনকে আল্লাহর সৃষ্টি মনে করা), তাকদির (খারাপ ভাগ্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নয় বিশ্বাস রাখা), খতমে নবুওয়াত এবং সাহাবা-সমালোচনা প্রতিরোধ করা ইত্যাদি আকিদাগুলোর ক্ষেত্রেও এ বিষয়টিই লক্ষণীয়।

অনেক সম্মানিত আলেম নিজেদের কিতাবে স্থান দিয়েছেন কেবল অকাট্য দলিলে প্রমাণিত আকিদাগুলোই। আর কিছু আলেম অকাট্য এবং তুলনামূলক অস্পষ্ট উভয় প্রকার দলিলে সাব্যস্ত

আকিদাই নিয়ে এসেছেন নিজেদের লেখায়। অতীত ও বর্তমানে এ রকম বিভিন্ন আঙ্গিকে সংকলিত হয়েছে আকিদা-বিষয়ক কিতাবাদি।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলেমদের রচিত আকিদার বেশকিছু কিতাবের অতুলনীয় মূলভাষ্য রয়েছে আমাদের সামনে। সেই ভাষ্যগুলো একত্রিত করার চেষ্টা করেছি আমরা, যেন আকিদাগুলো সব একমলাটে এসে যায়। হোক সেগুলো প্রমাণিত অকাট্য দলিলে কিংবা আপেক্ষিক অস্পষ্ট দলিলে। সেসব আকিদার কোনো কোনোটি তো দ্বীনের অপরিহার্য বিষয়। বাকিগুলো দ্বীনের অপরিহার্য অংশ না হলেও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের জন্য অপরিহার্য। যেগুলো ছাড়া একমাত্র নাজাতপ্রাপ্ত দল আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভুক্ত হওয়া যাবে না।

আমাদের মূল লক্ষ্য—পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের আকিদা-বিষয়ক কাজগুলো সংক্ষিপ্তাকারে এক জায়গায় নিয়ে আসা। পাঠক যেন সহজেই পেয়ে যান আকিদার মৌলিক আলোচনাগুলো।

বক্ষ্যমাণ কিতাবটি রচনায় বিশেষ লক্ষ রাখা হয়েছে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি—

০১. আকিদার যে বিষয়টি পূর্ববর্তীদের লেখায় একাধিক বার এসেছে, সেগুলো একবারই এনেছি আমরা। যার বর্ণনাভঙ্গিটা হবে পূর্ববর্তী সব রচনানুযায়ী।

০২. আকিদা উল্লেখের সময় তা অকাট্য দলিলে প্রমাণিত না কি আপেক্ষিক অস্পষ্ট দলিলে সেটা স্পষ্ট করিনি আমরা। সাধারণভাবে আকিদাগুলো বলে গিয়েছি শুধু।

০৩. নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মানিত মাতা-পিতার মুমিন হওয়া না-হওয়া এবং মাজহাব অনুসারী হওয়া না-হওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলো আমাদের আকিদা সম্পৃক্ত নয়। কিন্তু এগুলো আকিদা হিসেবে পেশ করে কিছু লোক। তাই মূল অংশের

বাইরে নিয়ে টীকায় এই বিষয়গুলো স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছি আমরা। সেই সঙ্গে এ-ও বলে দিয়েছি, এগুলো আকিদার সাথে সম্পৃক্ত কিছু নয়। যেহেতু কিছু লোক আকিদারূপে প্রচার করে এগুলো, তাই এসব বুঝে নেওয়া জরুরি।

০৪. এই কিতাবে আমরা শুধু আকিদাগুলো উল্লেখ করেছি। সংশ্লিষ্ট দলিল-প্রমাণ কিংবা কোনো আপত্তির জবাব উল্লেখ করিনি। সেগুলো আমরা 'শরহু কিতাবিল আকাইদ'-এ আলোচনা করেছি। আগ্রহীরা দেখে নিতে পারেন সেখান থেকে।

সর্বশেষ কথা হলো, আমরা সব আকিদা নিয়ে আসার চেষ্টা করেছি কিতাবে। তবে মানবিক দুর্বলতায় কোনো আকিদা ছুটে যাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। তেমন কিছু পেলে বিদগ্ধ আলেম বা সচেতন পাঠকের নিকট অনুরোধ, অবশ্যই অবহিত করবেন আমাদের। পরবর্তী সংস্করণে যেন সংযুক্ত করে দেওয়া যায় সেটা।

আল্লাহর দরবারে দোয়া—তিনি 'ইসলামি আকিদা' বইটি যেন সন্তুষ্টির সাথে কবুল করে নেন। একে যেন তিনি এই অধম এবং মারকাজে আহলু সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের প্রতিটি সদস্যের জন্য সদকায়ে জারিয়া বানান। সর্বোপরি উলামায়ে কেরাম ও সাধারণ মানুষ যেন উপকৃত হতে পারে এই গ্রন্থ থেকে, এই কামনা রইল মহান প্রভুর সকাশে। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসিলায় আমাদের দোয়া এবং মিনতিগুলো কবুল করুন হে আমাদের মালিক! আমিন।

—দোয়ার মুহতাজ
মুহাম্মাদ ইলিয়াস ঘুম্মান
ইস্তাম্বুল, তুর্কি। ৩/৭/১৪৪২ হিজরি। ১৫/২/২০২১ ঈসায়ি

সূচীপত্র

শরিয়তের প্রকারভেদ ১৪
আকিদা ও আমলের পার্থক্য ১৬
ইলমুল কালাম ও ইলমুল ফিকহের পরিচিতি ১৬
ইলমুল কালামের ইমামগণ ১৬
০১. ইমাম আবুল হাসান আশআরি রহ.-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ১৬
২. ইমাম আবু মানসুর মাতুরিদি রাহিমাহুল্লাহর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ১৭

আল্লাহর সত্তা সম্পর্কিত আকিদা

আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব ১৮
আল্লাহ তাআলার একত্ব ১৮
আল্লাহ তাআলা অবিনশ্বর সত্তা ১৮
আল্লাহ তাআলার ক্ষমতা ১৮
আল্লাহ তাআলার কালাম ১৯
আল্লাহর কালাম চিরন্তন ১৯
আল্লাহর কালাম 'মাখলুক' বা সৃষ্ট নয় ১৯
ঐশী কালামের সত্যতা ১৯
ঐশী ক্ষমতার ব্যাপকতা এবং আল্লাহ তাআলার সত্তার পবিত্রতা ১৯
আল্লাহ তাআলা হলেন সত্যিকারের উপাস্য ২০
কোনো স্থান ছাড়াই আল্লাহ জাল্লা শানুহু বিদ্যমান ২০
আল্লাহ তাআলার গুণাবলি ২০
'ইসতিওয়া'র ব্যাখ্যা ২২

তাঁর হাত, চোখ, গোছা এবং চেহারা থাকার ব্যাখ্যা..... ২২
তাঁর সত্তা ও গুণাবলির পবিত্রতা..... ২২
তাঁর গুণাবলির বিদ্যমানতা এবং তা প্রকাশ পাওয়া..... ২৩
তাঁর কার্যাবলি সব নিঃস্বার্থ ২৩
তিনি কাউকে ভয় করেন না ২৪
তাকদির বা ভাগ্য নির্ধারণ ২৪
তাকদিরের ভালো ও মন্দ..... ২৪
আল্লাহ তাআলার ইনসাফ ও অনুগ্রহ..... ২৪
তিনি সকল কার্যকারণের স্রষ্টা..... ২৫
তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী..... ২৫
তিনি পরিপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী ২৫
তিনি প্রতি মুহূর্তে সর্বত্র বিদ্যমান..... ২৫
আল্লাহ তাআলার সুন্দর নামসমূহ..... ২৬
আল্লাহকে 'খোদা' ডাকা বৈধ ২৮
সাহায্য প্রার্থনা..... ২৮
নজর-মানত করা..... ২৮

নবুওত সম্পর্কিত আকিদা

রাসুল ও নবির প্রয়োজনীয়তা ২৯
নবি কাকে বলে? ২৯
কেবল পুরুষই নবি হবেন ২৯
নবিগণের সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য..... ৩০
নবি ও রাসুলের পার্থক্য..... ৩০
নবি ও রাসুলের সংখ্যা ৩০
নবি সর্বদাই নবি থাকেন ৩০
নবিগণের সম্মান ও মর্যাদা..... ৩০
নবিগণের ঘুম..... ৩১

নবিগণের স্বপ্ন ৩১
নবিদের দাফন-স্থান ৩১
নবিগণ কবরে জীবিত ৩১
নবিগণ কবরে নামাজ পড়েন ৩২
নবিদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টিত হয় না ৩২
সকল নবিগণের নবি ৩২
আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের ইমাম ৩২
সর্বশ্রেষ্ঠ নবি হচ্ছেন আমাদের নবি ৩৩
আমাদের নবিই হলেন সর্বশেষ নবি ৩৩
হাদিসের প্রামাণ্যতা ৩৩
নবিজির কথা আলোচনা করা ৩৩
রওজা মোবারকের শ্রেষ্ঠত্ব ৩৩
রওজা মোবারক জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা ৩৩
রওজা পাকের জিয়ারত ৩৪
নবিজির ওপর দরুদ ও সালাম পাঠ করা ৩৪
আমলসমূহ উপস্থাপিত হওয়া ৩৪
নবিজির কবরের পাশে গিয়ে সুপারিশের আবেদন ৩৪
মুজিজার বাস্তবতা ৩৫
নবিগণ থেকে প্রকাশিত মুজিজা ৩৫

ফেরেশতা-সম্পর্কিত আকিদাসমূহ

আসমানি কিতাব-সংক্রান্ত আকিদাসমূহ

কুরআনের সত্যতা ৩৭
কুরআন সংরক্ষণ ৩৭

সাহাবায়ে কেরাম রাদি. সম্পর্কিত আকিদাসমূহ

সাহাবির সংজ্ঞা ৩৮

সাহাবিগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্বাচিত ৩৮
সাহাবায়ে কেরাম হচ্ছেন প্রকৃত মুমিন ৩৮
সাহাবায়ে কেরাম সকলেই ছিলেন আদিল তথা ন্যায়পরায়ণ ৩৯
সাহাবিগণ আমাদের জন্য দলিলস্বরূপ ৩৯
সাহাবায়ে কেরাম সকলেই মাহফুজ ৩৯
সাহাবিগণ সত্যের মাপকাঠি ৩৯
সাহাবায়ে কেরাম সকলেই সমালোচনার ঊর্ধ্বে..... ৩৯
সাহাবিগণ সকলেই জান্নাতি ৪০
সাহাবায়ে কেরাম হলেন এই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজন্ম..... ৪০
সাহাবায়ে কেরামের ইজমা তথা ঐকমত্য সম্পূর্ণ নিষ্পাপ ৪০
সাহাবিগণকে গালমন্দ করা হারাম ৪১
সাহাবি ও নবিপরিবারের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা ৪১
সাহাবায়ে কেরামের পদমর্যাদা ৪১
সাহাবায়ে কেরাম সকলেই পরকালীন শাস্তি থেকে মুক্ত ৪২
সাহাবায়ে কেরামের শত্রুদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দেওয়া. ৪২
খেলাফতে রাশেদা এবং খুলাফায়ে রাশেদিন..... ৪২
আমিরে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত ৪৩
হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুই ছিলেন সত্যের পক্ষে..... ৪৩
ইয়াজিদের পাপাচার..... ৪৩
সাহাবায়ে কেরাম রাদি.-এর মুশাজারাত তথা পারস্পরিক মতবিরোধ..... ৪৪
উম্মাহাতুল মুমিনিন রাদি. সংক্রান্ত আকিদাসমূহ ৪৪
নবিজির স্ত্রীগণ ছিলেন সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্বাচিত ৪৬
নবিদের স্ত্রীগণ ছিলেন সতী-সাধ্বী..... ৪৬
নবিজির স্ত্রীরা হলেন উম্মতের মা ৪৬
নবিজির ইন্তেকালে তাঁর স্ত্রীগণকে
কোনো ইদ্দত পালন করতে হয়নি ৪৬

নবিজির কোনো স্ত্রীকে উম্মতের কোনো সদস্য কর্তৃক
বিয়ে করা বৈধ নয় ৪৬
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তানাদি..... ৪৬
আহলে বাইত তথা নবিপরিবার ৪৭
নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মানিত পিতা-মাতা..... ৪৭

বেলায়েত (অর্থাৎ আল্লাহর নৈকট্য) সংক্রান্ত আকিদাসমূহ

তাসাওউফের সংজ্ঞা..... ৪৮
বাইয়াতের সংজ্ঞা ৪৮
বাইয়াতের প্রকারভেদ ৪৮
ওলির পরিচয় ৪৯
ওলিদের কারামত ৪৯
ইসতিদরাজ ৪৯
ওলিদেরকে অসিলারূপে গ্রহণ করা ৫০
জিনজাতি সম্পর্কিত আকিদাসমূহ..... ৫০

পরকাল সংক্রান্ত আকিদা

শেষ ভালো যার... ..... ৫১
তওবা কবুল হওয়া..... ৫১
কেয়ামত ৫১
কবর বলতে কী বোঝায় ৫১
বরজখ বলতে যা বোঝায় ৫২
কবরের জিন্দেগি ৫২
কবরে প্রশ্নোত্তর ৫২
কবরে প্রাপ্ত সওয়াব ও শাস্তি ৫৩
ঈসালে সওয়াব বা সওয়াব পৌঁছানো ৫৩

কেয়ামতে কুবরা

প্রথমবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া ৫৪
দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া ৫৪
হিসাব-কিতাব ৫৪
সুপারিশ ৫৫
কেয়ামত দিবস ৫৫
আমলের পরিমাপকরণ ৫৫
পুলসিরাত ৫৬
মৃত্যুর মৃত্যু ৫৬
কেয়ামতের ছোট নিদর্শনসমূহ ৫৬
কেয়ামতের বড় নিদর্শনসমূহ ৫৭
১. হজরত ইমাম মুহাম্মাদ মাহদি আলাইহির রিজওয়ানের আগমন ৫৭
২. দাজ্জালের আবির্ভাব ৫৮
৩. ঈসা আলাইহিস সালামের অবতরণ ৫৯
হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের খলিফা ৬০
হজরত ঈসা এবং ইমাম মাহদি দুজন আলাদা ব্যক্তি ৬১
ঈসা আলাইহিস সালাম এবং ইমাম মাহদির মধ্যকার পার্থক্যসমূহ ৬১
৪. ইয়াজুজ মাজুজের আবির্ভাব ৬১
৫. পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়া ৬২
৬. দাব্বাতুল আরদের আত্মপ্রকাশ ৬২
৭. শীতল বাতাস প্রবাহিত হওয়া ৬৩
৮. হাবশিদের আধিপত্য এবং কাবাঘর ধ্বংস করে দেওয়া ৬৩
৯. ভয়াবহ অগ্নিকুণ্ডলী বের হওয়া ৬৩
কেয়ামতের দিন পুনরুত্থিত হওয়া ৬৫
আমলের পরিমাপকরণ ৬৫
হিসাব-কিতাব ৬৫

পুলসিরাত..... ৬৫
হাউজে কাউসার..... ৬৬

শাফায়াত সম্পর্কিত আকিদা

নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক সুপারিশ..... ৬৭
অন্যান্য নবি কর্তৃক সুপারিশ..... ৬৮
শহিদ কর্তৃক সুপারিশ ৬৮
উলামায়ে কেরাম কর্তৃক সুপারিশ..... ৬৮
কুরআনের হাফেজ কর্তৃক সুপারিশ..... ৬৮
অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান কর্তৃক সুপারিশ..... ৬৮
কুরআন এবং রোজা কর্তৃক সুপারিশ..... ৬৮

জান্নাত সম্পর্কিত আকিদা

সর্বশেষ জান্নাতি ৬৯
আল্লাহ তাআলার দিদার ৭০
আল্লাহ তাআলার নৈকট্য ও দূরত্ব..... ৭০
আরাফ ৭০

জাহান্নাম সংক্রান্ত আকিদা

পরিশিষ্ট

আহলে কেবলার পরিচয়..... ৭২
তাকফিরের[১] ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন ৭২
মুক্তিপ্রাপ্ত দল ৭২

তাকলিদ তথা অনুসরণ

ইজতিহাদ এবং ইলহাদ ৭৪

[১] কাউকে কোনো কারণে কাফির সাব্যস্তকরণকে তাকফির বলা হয়।

ফিকহের প্রসিদ্ধ চার ইমাম ও মতবিরোধ

ইমাম আজম আবু হানিফা নুমান ইবনে সাবেত রাহিমাহুল্লাহ ৭৫
ইমাম মালিক ইবনে আনাস রাহিমাহুল্লাহ..... ৭৫
ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ইদরিস শাফেয়ি রাহিমাহুল্লাহ..... ৭৬
ইমাম আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনু হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ..... ৭৬
মুজতাহিদ ফকিহগণের পারস্পরিক মতবিরোধের স্বরূপ..... ৭৭
আশআরি ও মাতুরিদি..... ৭৭
একটি সন্দেহ ও নিরসন ৭৮
নবুওতের উত্তরাধিকারী..... ৭৮
আলেমদের সম্মান করা..... ৭৯
বিশেষ দোয়া..... ৭৯

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

কুরআনুল কারিমে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন—

وَٱلْعَصْرِ. إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَفِى خُسْرٍ. إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوْا بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّبْرِ

মহাকালের শপথ, অবশ্যই গোটা মানবজাতি রয়েছে ক্ষতির মধ্যে; শুধু তারা ছাড়া যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে উপদেশ দেয় সত্য ও ধৈর্যের।[২]

অর্থাৎ যুগের শপথ করে আল্লাহ বলছেন, সফল শুধু তারাই, যাদের আকিদা বিশুদ্ধ এবং আমল সুন্নাহসম্মত। সেই সাথে বিশুদ্ধ আকিদা ও সুন্নাহসম্মত আমলের প্রচার-প্রসারও করে তারা। আর প্রচার করতে গিয়ে কোনো বিপদ-আপদে পড়লে ধৈর্যধারণ করে।

শরিয়তের প্রকারভেদ

শরিয়তকে আমরা মূলত তিনটি স্তরে ভাগ করতে পারি। সর্বোচ্চ স্তরে, মধ্যবর্তী স্তরে এবং সর্বনিম্ন স্তরে। এই স্তরগুলোর ব্যাপারে পাঠকের ধারণা থাকলে অনেক কিছু বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ ও বিচার থেকে বুঝতে পারা পাঠকের জন্য সহজ হবে। তাই আমরা শুরুতে এই স্তরগুলো সম্পর্কে ধারণা নেব, ইনশাআল্লাহ। শরিয়তকে আমরা যদি সর্বোচ্চ প্রকরণে ভাগ করি, তাহলে সেটি মোট পাঁচ ভাগে বিভক্ত হবে। পুরো শরিয়তই এই পাঁচটি বিষয়ের সমষ্টি—

---

[২] সুরা আসর, আয়াত : ১-৩

- ০১. আকিদা-বিশ্বাস।
- ০২. আমল ও ইবাদত।
- ০৩. আখলাক-চরিত্র।
- ০৪. সামাজিক আচরণ।
- ০৫. লেনদেন।

আর আমরা যদি একে মধ্যম পর্যায়ের স্তরে রেখে ভাগ করি, তাহলে এটি মোট তিনটি ভাগে বিভক্ত হবে। আর সেই তিনটি ভাগ হলো—

- ০১. আকিদা-বিশ্বাস।
- ০২. আমল ও ইবাদত।
- ০৩. আখলাক-চরিত্র।

এবার আমরা যদি শরিয়তকে একেবারে সংক্ষিপ্তভাবে ভাগ করতে চাই, আমরা যদি শরিয়তের সমগ্র বিষয় মাত্র দুটি ভাগে ভাগ করে উল্লেখ করতে চাই, তাহলে আমরা বলতে পারব, শরিয়ত হলো দুটি বিষয়—

- ০১. আকিদা-বিশ্বাস।
- ০২. আমল ও ইবাদত।

আর এই দুটির মধ্যে প্রধান ও প্রথম হলো 'আকিদা ও বিশ্বাস'। তারপর 'আমল ও ইবাদত' হলো প্রথমটির শাখা। আমরা যদি প্রথমটি ঠিক করতে না পারি, তাহলে সারাজীবন ইবাদত করেও পরকালীন শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব। তবে প্রথমটি ঠিক থাকলে কোনো কারণে নেক আমল করতে না পারলেও সম্ভাবনা আছে মুক্তি লাভের। কেননা, আমলের বিষয়গুলো আল্লাহর ইচ্ছাধীন। চাইলে নিজ রহমত-গুণে মাফ করে দিতে পারেন। আর ইচ্ছা হলে ইনসাফভিত্তিক শাস্তিও দিতে পারেন; বিপরীতে সারাজীবন কঠোর ইবাদত করার পরও আকিদা খারাপ হলে ধ্বংস হয়ে যায় পুরো ঈমানই।

আকিদা ও আমলের পার্থক্য

০১.আকিদা হচ্ছে মৌলিক বিষয়। আর আমল হচ্ছে গৌণ। কোনো কিছুর মৌলিক আর গৌণতে যে পার্থক্য, আকিদা ও আমলেও সেই একই পার্থক্য।
০২. আকিদা থাকে অন্তরে। আর আমল প্রকাশ পায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। হৃদয় ও বাহ্যিক অঙ্গ পতঙ্গে যে ফারাক একই ফারাক বিদ্যমান আকিদা ও আমলে।

ইলমুল কালাম ও ইলমুল ফিকহের পরিচিতি

আকিদা-বিশ্বাস নিয়ে যে শাস্ত্রে আলোচনা হয় সেটাকে বলে ইলমুল আকাইদ বা ইলমুল কালাম।

আর আমল ও তার বিধিবিধান নিয়ে আলোচিত হয় যে শাস্ত্রে সেটা ইলমুল ফিকহ নামে প্রসিদ্ধ।

ইলমুল কালামে দক্ষ ব্যক্তিকে বলা হয় মুতাকাল্লিম। আর ইলমুল ফিকহে পারদর্শীকে বলা হয় ফকিহ।

ইলমুল কালামের ইমামগণ

ইলমুল কালামের প্রসিদ্ধ ইমাম দুইজন—

- ০১. ইমাম আবুল হাসান আশআরি রহ.।
- ০২. ইমাম আবু মানসুর মাতুরিদি রহ.।

০১. ইমাম আবুল হাসান আশআরি রহ.-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

তার নাম আবুল হাসান আলি ইবনে ইসমাইল আশআরি হাম্বলি। বিখ্যাত সাহাবি আবু মুসা আশআরি রাদিয়াল্লাহু আনহুর বংশধর ছিলেন তিনি। আশআর গোত্রের দিকে সম্বন্ধ করে 'আশআরি' বলা হয় তাকে।

২৬০ হিজরিতে বসরায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি। শৈশবে পিতা মারা যান। এরপর মায়ের বিয়ে হয় বিখ্যাত মুতাজিলি শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওহহাব ইবনু সালাম ওরফে আবু আলি জুব্বায়ির (ইন্তেকাল : ৩০৩ হি.) সাথে। সেই সূত্রে দর্শন এবং আকিদার ইলম তিনি অর্জন করেন আবু আলি

কেয়ামতে কুবরা

প্রথমবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া

আল্লাহ তাআলা যখন এ বিশ্বকে ধ্বংস করতে চাইবেন, তখন তাঁর নির্দেশে ইসরাফিল আলাইহিস সালাম ফুৎকার দেবেন শিঙ্গায়; যার আওয়াজ শুরুতে হবে খুবই মোলায়েম ও সুরেলা। ধীরে ধীরে তা বাড়তে থাকবে। ফলে মানব-দানব পশুপাখি সব পলায়ন করতে থাকবে অস্থির হয়ে। আওয়াজের প্রচণ্ডতা যখন আরও বাড়বে, তখন সবার কলিজা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। পাহাড় টুকরো টুকরো হয়ে উড়তে থাকবে তুলোর মতো। ফেটে যাবে আকাশমণ্ডলী। খসে পড়বে তারকাসমূহ। এভাবেই ধ্বংস হয়ে যাবে পুরো বিশ্ব। অতঃপর আল্লাহ তাআলার নির্দেশে মৃত্যু হবে হজরত ইসরাফিল আলাইহিস সালামেরও। একপর্যায়ে এক আল্লাহর সত্তা ছাড়া জীবিত থাকবে না আর কোনো কিছুই।

দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া

কিছুকাল পর আল্লাহ তাআলা হজরত ইসরাফিল আলাইহিস সালামকে জীবিত করে বলবেন, দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুৎকার দিতে। ফুৎকার দেওয়া হলে পুরো বিশ্ব আবারও অস্তিত্বে এসে যাবে। আর মৃতব্যক্তিরা উঠতে থাকবে কবর ফেড়ে। সেটাই হবে কেয়ামত দিবস।

হিসাব-কিতাব

প্রত্যেক বান্দাকে উপস্থিত হতে হবে রবের দরবারে। সরাসরি কথা বলতে হবে আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়িয়ে। কোনো দোভাষী থাকবে না সেদিন। দুনিয়ার সব কৃতকর্ম থাকবে সামনে উপস্থিত। সেগুলো সম্পর্কে জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে। মানুষের প্রতিটি কর্মের হিসাব সংরক্ষিত

ফিকহের প্রসিদ্ধ চার ইমাম ও মতবিরোধ

ইমাম আজম আবু হানিফা নুমান ইবনে সাবেত রাহিমাহুল্লাহ

নাম ও উপাধি : তার নাম নুমান। বাবার নাম সাবেত। উপনাম আবু হানিফা। উপাধি ইমাম আজম (সবচেয়ে বড় ইমাম) এবং সিরাজুল উম্মাহ (উম্মতের বাতি)।

জন্ম, শিক্ষা ও অবদান : ৮০ হিজরিতে তিনি কুফা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। বেশ কয়েকজন সাহাবির দেখা পেয়েছেন এবং কয়েকজন সাহাবি থেকে হাদিসও শুনেছেন। তিনি ছিলেন ফিকহের প্রথম সংকলক। কুরআন ও হাদিস গবেষণা করে উম্মতের লাখ লাখ মাসআলার সমাধান পেশ করেছেন তিনি। ইমাম আজম রাহিমাহুল্লাহ রচিত কয়েকটি কিতাব রয়েছে। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ একটি গ্রন্থের নাম হলো 'আল ফিকহুল আকবার'।

ইন্তেকাল : ১৫০ হিজরির রজব মাসে এই মহান ইমাম পরলোক গমন করেন। রাহিমাহুল্লাহু রাহমাতান ওয়াসিআ।

ইমাম মালিক ইবনে আনাস রাহিমাহুল্লাহ

নাম ও উপাধি : তার নাম মালিক। পিতার নাম আনাস। উপাধি ইমামু দারিল হিজরাহ (মদিনার ইমাম)।

জন্ম, শিক্ষা ও অবদান : ৭৯ হিজরিতে মদিনা মুনাওয়ারায় জন্মগ্রহণ করেন ইমাম মালিক। মদিনার উলামায়ে কেরাম থেকে তিনি ইলম অর্জন করেন। ১৭ বছর বয়স থেকেই হাদিসের দরস দেওয়া শুরু করেন এই মনীষী। পুরো জীবন মদিনায় বসে হাদিসের খেদমত করে গিয়েছেন তিনি। এ সময় কঠিন সব সমস্যার মুখেও পড়তে হয়েছে তাকে। কিন্তু তিনি ছিলেন